সংবাদ

তাং: ৩১/১২/১২
পৃষ্ঠা ১ কলাম...... ... .

শিক্ষা খাত : সাফল্য অব্যাহত বাস্তবায়ন হয়নি শিক্ষানীতি

রফিক উদ্দিন

শিক্ষা খাতে সাফল্য অব্যাহত আছে। গতি এসেছে স্কুল ও কলেজের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে। তবে আমলাতন্ত্রের লালফিতায় থমকে গেছে বহুল আলোচিত 'শিক্ষানীতি ২০১০' এর বাস্তবায়ন। ঝিমিয়ে পড়েছে শিক্ষা আইন প্রণয়ন কার্যক্রমও। অব্যবস্থাপনায় ডুবছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নানামুখী পদক্ষেপে সারাদেশের প্রায় শতভাগ শিশুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত হয়েছে। এবার রেকর্ড সংখ্যক প্রায় পৌনে চার কোটি শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে প্রায় ২৭ কোটি পাঠ্যবই দিচ্ছে সরকার। অনলাইনে ভর্তি কার্যক্রম শুরু হওয়ায় সারাদেশের সরকারি স্কুল, কলেজ ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তিতে অনিয়ম কমেছে। শিক্ষা এবং গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিরলস প্রচেষ্টা ও নানাবিধ পদক্ষেপে সারাদেশের মানুষের মধ্যে শিক্ষা সম্পর্কে গণজাগরণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার সবক্ষেত্রেই ঝরে পড়ার হার হ্রাস পেয়েছে বলে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মনে করছেন।

অনলাইনে পাবলিক পরীক্ষার ফল প্রকাশসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের প্রবর্তন করায় সবক'টি (মাদ্রাসা বোর্ড ছাড়া) শিক্ষা বোর্ড, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর এবং শিক্ষা ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থা ও অধিদফতরের দুর্নীতি ও অনিয়ম কমেছে। ঢাকা শিক্ষা বোর্ড ও মাউশির অনিয়ম ও দুর্নীতি উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমেছে। বেড়েছে দুটি প্রতিষ্ঠানের সেবার মান। এসব প্রতিষ্ঠানে নেই দুর্নীতিবাজ ও ঘুষখোরদের সিন্ডিকেট।

অন্যদিকে দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা ও স্বেচ্ছাচারিতায় অস্থির জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। সেশনজটে নাকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ছাত্রছাত্রীরা। গত এক বছরে কোন পরীক্ষাই পূর্বঘোষিত সময়ে নিতে পারেনি বিশ্ববিদ্যালয়টি। গতি আসেনি প্রশাসনিক কার্যক্রমে। বরং অভ্যন্তরীণ কোন্দল, সরকারি অর্থে প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বিলাসিতায় প্রতিষ্ঠানটির প্রায় ধ্বংসের উপক্রম হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়ে চরম উদাসীনতা দেখাচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

শিক্ষা সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ বাস্তবায়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয় পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। গত এক বছরে বেসরকারি উচ্চশিক্ষা সনদ বাণিজ্য, দুর্নীতি, অনিয়ম মালিকানা বিরোধ চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। এই বেহাল পরিস্থিতির মধ্যেই গত বছর তিন দফায় ১৬টি নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা শাখার একটি অসাধু চক্রের দুর্নীতির কারণে চরমভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছে মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলো। প্রায় দেড় বছর ধরে বন্ধ আছে ৩০৬টি মডেল হাইস্কুল স্থাপন প্রকল্প। সময়মতো অর্থ ছাড় না করায় ব্যাহত হচ্ছে রাজধানীতে ১৭টি সরকারি হাই স্কুল ও কলেজ স্থাপন প্রকল্প। মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা শাখার চিহ্নিত দুই বিতর্কিত কর্মকর্তার অসহযোগিতায় ৭০টি সরকারি কলেজের (পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজ) উন্নয়ন প্রকল্প ঝিমিয়ে পড়েছে। দুর্নীতিবাজদের অনৈতিক সুবিধা না দেয়ায় সেকেন্ডারি এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের (এসইএসডিপি) বাস্তবায়ন কার্যক্রমও স্থবির হয়ে পড়েছে।

আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও অদক্ষতার কারণে ২০১২ শিক্ষাবর্ষে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ বাস্তবায়নে তেমন কোন কাজই হয়নি। মন্ত্রণালয়ের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাদের ঘন ঘন বিদেশ ভ্রমণ ও এনজিও কর্মশালা ও সেমিনারে অংশগ্রহণ নিয়ে ব্যস্ত থাকায় শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন ও শিক্ষা আইন প্রণয়ন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। শিক্ষানীতি ও শিক্ষা আইন বাস্তবায়নে খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের মতামত ও পরামর্শকে আমলেই নেয়া হচ্ছে না। ফলে এই শিক্ষানীতিও অতীতের শিক্ষানীতির ভাগ্য বরণ করতে যাচ্ছে বলে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানিয়েছেন। যদিও শিক্ষামন্ত্রীর একক প্রচেষ্টায়

সাফল্য : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

সাফল্য : অব্যাহত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষানীতির কিছু বিষয় বিচ্ছিন্নভাবে বাস্তবায়ন চলছে।

সাফল্যের শীর্ষে বিনামূল্যের পাঠ্যবই

মহাজোট সরকারের আমলেই প্রথমবারের মতো-২০১০ সালে বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণের যুগান্তকারী উদ্যোগ নেয়া হয়। অতীতে কোন সরকারের আমলেই শিক্ষার্থীরা সময়মতো পাঠ্যবই পেত না। ফেব্রুয়ারি ও মার্চের আগে খোলাবাজারেও পাঠ্যবই পাওয়া যেত না। এই চিত্র পুরোপুরি পাল্টে যায় এই সরকারের আমলে। ২০১০ সাল থেকে প্রতি বছরই শিক্ষাবর্ষের প্রথম দিন ১ জানুয়ারি উৎসবের মাধ্যমে সারাদেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সব ছাত্রছাত্রী বিনামূল্যে পাঠ্যবই হাতে পাচ্ছে; ১ জানুয়ারি এখন সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে; ২০১০ সালে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ২ কোটি ৭৬ লাখ ৬২ হাজার ৫২৯ জন শিক্ষার্থীকে ১৯ কোটির বেশি বই বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। কিন্তু সরকারের সাফল্যে ঈর্ষণীয় হয়ে একটি বিশেষ মহল তেজগাঁওস্থ এনসিটিবি'র গুদামে আগুন লাগিয়ে দেয়। এরপরও নানা বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে ২০১১ ও ২০১২ সালে বছরের প্রথম দিনই ২৩ কোটি বই শিক্ষার্থীদের হাতে বিতরণ করা হয়। এবার তিন কোটি ৬৮ লাখ ৮৬ হাজার ১৭২ জন শিক্ষার্থীর বই দিতে হচ্ছে প্রায় ২৭ কোটি। অর্থাৎ গত তিন বছরে ঝরে পড়া রোধ ও নতুন ভর্তি বেড়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় এক কোটি বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষার মানবৃদ্ধির কার্যক্রমও এগিয়ে চলছে বলে শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

পাঠ্যবইয়ে সাফল্যের মূলে হলো জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। সংস্থাটি স্বাধীনতার পর কখনো শিক্ষাবর্ষের শুরুতে শিক্ষার্থীদের হাতে পাঠ্যপুস্তক তুলে দিতে পারেনি। এর প্রধান অন্তরায় ছিল সংস্থার কর্মকর্তাদের লাগামহীন দুর্নীতি ও সিন্ডিকেট করে অসাধু মুদ্রাকর ও নোট-গাইড বইয়ের ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ঘুষ গ্রহণ। কিন্তু মহাজোট সরকারের আমলে এনসিটিবি'র প্রধান অর্থাৎ চেয়ারম্যান হিসেবে অধ্যাপক মোস্তফা কামালউদ্দিনকে দায়িত্ব দেয়ার পর সবচিত্র পাল্টে যায়। তিনি শিক্ষামন্ত্রীর আন্তরিক সহযোগিতায় দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার চিত্র বদলিয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে গতিশীল করেন। অসাধু মুদ্রাকর, নোট-গাইড বইয়ের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্ক নস্যাৎ করেন। এর ফলে ২০১০ সাল থেকে প্রতিবারই সংস্থাটি ১ জানুয়ারি সারাদেশের শিক্ষার্থীদের হাতে পাঠ্যবই তুলে দিতে সক্ষম হয়। এছাড়া বছরের প্রথম দিনই পরিবর্তিত কারিকুলামের ১১১টি বই বিনামূল্যে ই-বুকে www.ebook.gov.bd এবং এনসিটিবির ওয়েবসাইট www.nctb.gov.bd দেয়া হয়। ফলে যে কেউ বিনামূল্যে অনলাইন থেকে এসব বই ডাউনলোড করতে পারবে।

কারিকুলাম আধুনিকায়ন

দীর্ঘ ১৭ বছর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পুরো কারিকুলাম পরিবর্তন করা হয়েছে। ফলে ২০১৩ শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই ছাত্রছাত্রীরা পাচ্ছে যুগোপযোগী ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ পাঠ্যক্রম। নতুন পাঠ্যক্রম অনুযায়ী প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের ১১১টি বই প্রণয়ন করা হয়েছে। এক হাজার ৪০১ জন শিক্ষক, শিক্ষাবিদ ও গবেষক এসব বই প্রণয়নের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সারাদেশের প্রায় ৩৬ হাজার শিক্ষকের সঙ্গে কর্মশালা করে সবার মতামতের ভিত্তিতেই কারিকুলাম পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা হয়েছে। কারিকুলামের বৈশিষ্ট্য, নম্বর বিন্যাস, বিষয় সংযোজন-বিয়োজনসহ প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করা হয়েছে। আগে যে কোন বইয়ের যে কোন অধ্যায়ের শেষে সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে কি শেখা হলো, তার উল্লেখ ছিল। এখন শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবে প্রস্তুত ও শিখনের প্রতি অধিক আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে অধ্যায়ের শুরুতেই সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে কী কী শেখা যাবে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

এছাড়া ধর্মীয় শিক্ষা ও নৈতিক মূল্যবোধ, দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ, জীবনমুখী শিক্ষা, তথ্যপ্রযুক্তি, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কর্ম ও জীবনভিত্তিক শিক্ষা, শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও খেলাধুলা, ক্যারিয়ার এডুকেশন, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, চারু ও কারুকলা নতুন বিষয় হিসেবে যুক্ত করা হয়েছে। আগের ধর্ম বইয়ের পরিবর্তে এখন ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বই করা হয়েছে। বইয়ে ধর্ম শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষার বাস্তব জীবনে প্রয়োগ বিষয়ে শিক্ষার্থীদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হবে। কর্ম ও জীবনভিত্তিক শিক্ষা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয় দুটি ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে পর্যায়ক্রমে প্রবর্তন করা হচ্ছে। সমাজ বিজ্ঞান বইয়ের আধুনিক সংস্করণ 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' নামে বই করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ১০০ নম্বরের ১টি ঐচ্ছিক বিষয় যুক্ত করা হয়েছে। বাংলা বানান ও একই পদ্ধতি অর্থাৎ বাংলা একাডেমির পদ্ধতি [illegible] পরিবর্তন।

1

P.T.O